তারিখ ... 23 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ৩ ...

আমাদের সময়

কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ

শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য কেন

রাজধানীসহ সারা দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ফি-বাণিজ্যের বিষয়টি আজ নতুন নয়। অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ প্রায়ই গণমাধ্যমে আসে কিন্তু আদায়কারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নেওয়ায় দিনদিন তারা বেপরোয়া হয়ে উঠছে। এটি শিক্ষাঙ্গনের জন্য অশনিসংকেত।

আমাদের সময় সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, খোদ রাজধানীর স্বনামধন্য একটি সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভর্তি ফি, পরীক্ষার ফি বাবদ সরকার নির্ধারিত অর্থের বাইরেও শিক্ষার্থী পিছু হাজার হাজার টাকা বেশি রাখা হচ্ছে। এই গুরুতর অভিযোগের মূলে রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ও কতিপয় ছাত্রলীগ নেতা। এ নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আন্দোলনও শুরু করেছেন। দুঃখজনক হচ্ছে, শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে একাধিকবার বেশ জোরের সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছেন অতিরিক্ত ফি আদায় না করার জন্য। কিন্তু দেশের স্বনামধন্য একটি সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এ নির্দেশ অমান্য করে অতিরিক্ত ফি আদায় করছে। এই অতিরিক্ত কোটি কোটি টাকা দুর্নীতিপরায়ণ অধ্যক্ষ অতি সচেতনভাবে আত্মসাৎ করছেন। আরও পরিতাপের বিষয় হলো, ছাত্রলীগ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার না হয়ে তারা শিক্ষার্থীদের ন্যায্য আন্দোলন অন্যায়ভাবে দমাতে চাইছে। কারণ আদায়কৃত বাড়তি অর্থের একটি বড় অংশ ছাত্রলীগের কলেজ শাখার নেতাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স চতুর্থ বর্ষের জন্য পরীক্ষার ফি ধরেছে ৩ হাজার ১১০ টাকা। অথচ তিতুমীর কলেজে ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৯০০ টাকা। অন্যদিকে ভর্তি/পুনঃভর্তির জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ফি ১ হাজার ৯৭০ টাকা। কিন্তু তিতুমীর কলেজ কর্তৃপক্ষ আদায় করছে ২ হাজার ৬২২ টাকা। ৫৮ হাজার শিক্ষার্থীর প্রতিষ্ঠানে এভাবে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হলে এর মোট পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। এ অর্থ আত্মসাৎ করছেন দুর্নীতিপরায়ণ অধ্যক্ষ ও ছাত্রলীগ নেতারা– যা কারও কাম্য হতে পারে না। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। অনৈতিক বাণিজ্য থেকে শিক্ষাব্যবস্থা মুক্ত রাখতে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।